নীরব ঈশ্বরের ইঙ্গিতবাহী কুমারী ঝর্ণা
— ইঙ্গমার বার্গম্যানের অবিশ্বাসী চলচ্চিত্রকথা

সৌম্যশঙ্কর মিত্র

১

মারা গেলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান। এই বছর একত্রিশে জুলাই, সোমবার, তাঁর একান্ত নিজস্ব আবাস, যেখানে তিনি প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়েছেন বিগত কয়েক দশক, যে দ্বীপ ঘিরে তাঁর বহু চলচ্চিত্র কথার জাল তিনি বুনেছেন — সেই ফ্যারো দ্বীপেই নিঃসঙ্গ বার্গম্যান মৃত্যুর সাথে তাঁর দাবা খেলার শেষ চালটি দিলেন। আমরা জানি না তখনও তিনি বলেছিলেন কিনা — 'I want knowledge not faith'। হয়তো নেহাৎই সমাপতন তবু বলতেই হয় যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মারা গেলেন তাঁর সমসাময়িক কিন্তু ভিন্ন জীবনদর্শনে বিশ্বাসী চলচ্চিত্র জগতের আরেক মহীরুহ মিকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়োনি। বিংশ শতকের মধ্যযুগ জুড়ে সামাজিক অভ্যুত্থান, বিশ্বযুদ্ধ, দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধের মাঝখান থেকে ইউরোপীয় মানস জগতের যে ছবি পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয়েছিল চলচ্চিত্র ছিল তার অন্যতম মাধ্যম এবং সেখানে যাঁরা হয়ে উঠেছিলেন সেই যন্ত্রণাদীর্ণ কিন্তু উন্মুখ সময়ের প্রধান রূপকার তাঁদের মধ্যে ঐ দুইজনের নাম করতেই হয়। যদিও বিষয় নির্বাচন, আঙ্গিক এবং দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুতেই দুজনের মিলের থেকে অমিলই ছিল বেশী। আজ আমরা অবশ্য বার্গম্যানের কথাই বলতে বসেছি। ১৯৮২সালে 'ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার' পরিচালনা করার পর বার্গম্যান ঘোষণা করেছিলেন — এটাই তাঁর শেষ ছবি। তাঁর নিজের কথায় 'I don't ever want to make films again, I want to quit, I want peace, I don't have the strength any more, neither psychologically nor physically. And I hate the hoopla and the malice, hell and damnation!'[1] কিন্তু শেষ নাহিয়ে শেষ কথা কে বলবে। আবার চলে এলেন দূরদর্শনের জন্য ছবি করতে। এমন কী ২০04 সাল পর্যন্ত ছবি করেছেন দূরদর্শনের জন্য। যদিও

সে সব ছবি দেখার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়নি। তবু অনেক সমালোচকের মতে তাঁর চলচ্চিত্র জীবন ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৮২ অবধিই বিস্তৃত।

২

চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের অনেকেই হয়তো নাট্য জগৎ থেকে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেছেন। এমনকী পাশাপাশি এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অভিনয়ে নিজেকে যুক্ত করেছেন এমন ব্যক্তিত্বও সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে বার্গম্যানের মত নাট্য পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর চলচ্চিত্র পরিচালনায় বিশ্বখ্যাতি লাভ করা এবং প্রায় একই অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অন্যের লেখা নাটক এবং চলচ্চিত্রে নিজস্ব ছবি পরিচালনা চালিয়ে যাবার উদাহরণ আর আছে কিনা সন্দেহ। পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকে আশির দশক অবধি একদিকে স্ট্রিন্ডবার্গ, চেখভ, পিরান্দেল্লো, ইবসেন, ব্রেখ্ট্, কামু বা অ্যালবির নাটক উপস্থিত করেছেন মঞ্চে আর অন্যদিকে তৈরী করেছেন পঞ্চাশের বেশী পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির মধ্য দিয়ে তাঁর একান্ত নিজস্ব চলচ্চিত্রকথা। থিয়েটারে তিনি অন্যদের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। কিন্তু তাঁর স্বরচিত নাটক উপস্থিত করতে তাঁকে খুব একটা দেখা যায়নি। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, দুই একটি বাদ দিয়ে, সব চিত্রনাট্য এমনকী গল্পও তাঁর নিজস্ব। সেই চিত্রকথা নিয়ে হয়েছে অনেক আলোচনা এবং বিতর্ক। অনেকেই তাঁর বিভিন্ন সময়ের কাজ নিয়ে হতাশ হয়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন বা বিভ্রান্ত বোধ করছেন কিন্তু কখনই তাঁর কোন কাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কেউ করতে পারেন নি। তাঁর চলচ্চিত্রের সাথে তাঁর নাটক লেখার এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতার গভীর যোগ সহজেই বোঝা যায় তাঁর অসামান্য চিত্রনাট্যগুলি পড়লে। একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া অন্য কোন পরিচালকের চিত্রনাট্য পরিবেশ সৃষ্টিতে, নাটকীয় সংলাপের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় এবং চিত্রময়তায় এত সমৃদ্ধ কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনতিকাল পরেই তাঁর নাট্য পরিচালনা এবং চলচ্চিত্র পরিচালনার শুরু। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তবুও সেই সময়কার বা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক এবং বহুচর্চিত সামাজিক সমস্যাগুলোকে তিনি আপাত দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর সব ছবির কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি মানুষের আত্মানুসন্ধান। যা অনেক সময়েই প্রায় obsession-এর মতই ঈশ্বর সন্ধানের রূপ নেয়। অথচ তাঁর ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা কিন্তু আশ্চর্যরকম আধুনিক এবং sceptic। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, 'To me, religious problems are continuously alive, I never cease to concern myself with them, ... yet this does not take place on the emotional level but on an intellectual one. Religious emotion, religious sentimentality is something I got rid of long ago— I hope।' [2] নিজে সম্পূর্ণ ধর্মীয় আবেগ মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রায় সমস্ত ছবির কেন্দ্রে কেন ঈশ্বর সংক্রান্ত সমস্যা সেটাই হয়তো বার্গম্যানের চলচ্চিত্রকে বোঝার জন্য প্রধান প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিতে পারে। অবিশ্বাসী হয়েও এই ধর্মীয় সমস্যায় বিজড়িত থাকার কারণ হয়তো পাওয়া যাবে (১) তাঁর ছোটবেলার ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে (২) সুইডেনের জনজীবনের সাথে খ্রীষ্টিয় চিন্তা ভাবনার গভীর সম্পর্কের কারণে এবং (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের চিন্তার জগতে কাফকা, ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের প্রবল প্রভাবের মধ্যে। এঁদের অনেকেই নীরব নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের কথা বলেছেন।

৩

আর্নষ্ট ইঙ্গমার বার্গম্যান ১৯১৮ সালের ১৪ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন লুথারান চার্চের ধর্মযাজক। পরে তিনি সুইডেনের রাজার ব্যক্তিগত যাজকও হন। তাঁর বাবা ধর্মীয় কাজে বিভিন্ন চার্চে যাবার সময় ছোট বার্গম্যানকে তাঁর বাইসাইকেলে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁর বাবা যখন আচার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতেন তখন শিশু বার্গম্যানের কাজ ছিল চার্চের ভিতরের অসংখ্য দেয়ালচিত্র, কাঠের কাজ এবং মূর্তিগুলো মন দিয়ে লক্ষ্য করা যার মধ্যে অনেক কিছুই বাইবেলের বিভিন্ন গল্প এবং ঘটনার উপর নির্ভর করে আঁকা বা তৈরী করা। বার্গম্যান নিজেই ব্যাপারটা সুন্দর করে বলেছেন, "Like all church goers have at times, I let my mind wander as I contemplated the altarpieces, triptyches crucifixes, stained glass windows and murals. I would find Jesus and the two robbers in blood and torment and Mary leaning on St. John : Woman, behold thy son, behold thy mother, ... the knight playing chess with Death, Death sawing down the tree of life ..., Death leading the dance to the land of shadows weilding his scythe like a flag, the congregation capering in a long line, and the Jester bringing up the rear. The Devil's keeping the pot boiling and the sinners hurtling headlong downward into the depths ... reality and imagination merged into robust myth making ...।" [3] শৈশবে দেখা এই সব

ধর্মীয় চিত্রগুলি তাঁর মনে যে সুগভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল এবং তাঁর শিল্পী জীবনে যে তাদের প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইখান থেকেই উঠে এসেছে তার প্রথম নাটক Wood Painting বা পরবর্তীকালে The Seventh Sealএর বিখ্যাত চিত্রকল্পগুলি। ঐ ছবিতে মৃত্যুর সাথে দাবা খেলার দৃশ্য বা বিখ্যাত মৃত্যু নাচ (death dance)-এর দৃশ্যগুলি সরাসরি ঐ সব শৈশব স্মৃতি থেকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ যে বয়সে ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না সেই বয়সেই এই ধর্মীয় এবং পৌরাণিক চিত্রকল্পগুলি তাঁর চেতনায় স্থান করে নেয় এবং সেগুলিকে নিয়ে নিজের মত নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তিনি বালক বয়সেই তৈরী করেন এক নিজস্ব অনুভূতির জগৎ। পরবর্তীকালে যাজক বাবার ধর্মীয় শিক্ষা তাঁর উপর নিত্যনতুন রঙ আরোপ করেছে বা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাঁর বাবার চাপিয়ে দেবার এবং নানাভাবে শাস্তি দেবার প্রবণতা এবং বাবা মায়ের মধ্যে বিরোধ তাঁকে শেষপর্যন্ত ধর্মে অবিশ্বাসী এবং সংশয়ী করে তোলে। একথা বার্গম্যান নিজেই বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন।

চার্চের অনুষঙ্গ ছাড়াও তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁর দিদিমার বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ীর সাথে। সে বাড়ীতে ছিল চৌদ্দটা ঘর এবং বাড়ীটা সাজানো ছিল প্রাচীন অভিজাত কায়দায়। তাঁর শৈশবের একটা বড় অংশ কাটে উপসাল্লার ঐ জনশূন্য প্রাচীন প্রাসাদে। সেখানে দিদিমা ছাড়া তাঁর সঙ্গী ছিল এক বৃদ্ধ কাজের লোক। তার কাছ থেকে শিশু বার্গম্যান শুনতো অজস্র রূপকথা এবং লোককথার গল্প। যখন তাঁর বয়স দশ তখন তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপহার পান। একটি Magic Lantern এবং একটি Puppet Theatre। এই Puppet Theatreএর জন্য বার্গম্যান তৈরী করতেন পুতুল, দৃশ্যপট, এমনকী নাটকও লিখতেন। এইখান থেকেই তাঁর জীবনের প্রধান দুটি আত্মপ্রকাশের মাধ্যম সিনেমা এবং নাটক তাঁর চেতনাকে অধিকার করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর বার্গম্যান কিছুদিন মিলিটারী সার্ভিসও করেন। পরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রেহাই পান। তারপর স্টকহল্‌ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য এবং শিল্প নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অবশ্য তাঁর নেওয়া হয় নি। কিন্তু এখানেই তাঁর নাট্য পরিচালনা এবং চলচ্চিত্র পরিচালনার সূত্রপাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই তিনি সেখানকার ছাত্র নাট্যদলের সাহায্যে ষ্ট্রিন্ডবার্গের দি পেলিকান এবং শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে প্রতিভাবান এবং রগচটা নাট্য পরিচালক হিসাবে। তাঁর সেই ছাত্রজীবনের নাট্য দলের একজন অভিনেতা, যিনি পরে তাঁর বিভিন্ন ছবিতে

অভিনয় করেছেন, তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ‘His face always seemed to have an angry expression and he was considered to be very gifted but utterly crazy. He directed the play holding a hammer in his hand and he threw it from time to time at the young actors।’ [4] ১৯৪১ সালে তাঁর দিদিমার সেই বিখ্যাত বাড়ীতে বসে তিনি একটানা বেশ কিছু নাটক লিখে ফেলেছিলেন। যার একটি 'Kasper's Death' তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাট্যদলকে দিয়ে অভিনয় করান। এই নাটকের পরিচালক হিসাবেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক বালমার বার্গম্যানের স্ত্রী স্টিনা বার্গম্যানের। বালমার এবং স্টিনা তখন কিছুদিন হলিউডে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন এবং স্টিনা তখন স্ভেন্স্‌ক্ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির চিত্রনাট্য বিভাগের প্রধান'। এই স্ভেন্স্‌ক্ ইন্ডাস্ট্রিই পরে বার্গম্যানের প্রায় সমস্ত ছবির প্রযোজনা করে। স্টিনাই বার্গম্যানকে প্রথম চিত্রনাট্য লেখায় হাত পাকাতে সাহায্য করেন অন্যের লেখা খারাপ চিত্রনাট্যগুলো পুনর্লিখনের কাজ দিয়ে। তখন বার্গম্যানের বয়স ২৩ বছর। তাঁর সম্বন্ধে স্টিনার প্রাথমিক impression-টা বেশ মজার, "Shabby, ill mannered and unshaven with a derisive laughter that seemed to originate in the darkest corner of inferno.."। [5] কিন্তু পরে তিনি আবার বলেছেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, "exhuded an unconcerned charm, which was so forceful that after a few hours' conversation I had to drink three cups of coffee to get back to normal"। [5] এই সময় বার্গম্যান বিয়ে করেছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী Else Fisherকে এবং খুবই আর্থিক অনটনের মধ্যে আছেন। এই সব অন্যদের লেখা চিত্রনাট্য পরিমার্জন করার ফাঁকে ফাঁকে (এই কাজকে তিনি slave job বলতেন) লিখে ফেললেন তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ চিত্রনাট্য Torment যা শেষ পর্যন্ত অনেক টানাপোড়েনের পর ১৯৪৪ সালে চলচ্চিত্রায়িত হয়। পরিচালক কিন্তু আরেকজন প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরিচালক আলফ স্জবার্গ। এই ছবি তোলা যখন একেবারে শেষের দিকে তখন দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমত নাট্য সমালোচক হার্বার্ট গ্রেভেনিয়াসের মাধ্যমে দক্ষিণ সুইডেনের হেলসিংবর্গ শহরের মিউনিসিপাল থিয়েটার থেকে বার্গম্যানকে প্রধানের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ থিয়েটারের তখন খুবই দৈন্যদশা। দ্বিতীয়ত টরমেন্টের শেষ অংশটা অনেকের খুব আপত্তিকর মনে হওয়ায় কিছুটা বদলানোর কথা হয় এবং তার চিত্রনাট্য লেখার এবং ঐ অংশের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বার্গম্যানকে, কারণ স্জবার্গ তখন অন্যকাজে ব্যস্ত। এটাই বার্গম্যানএর প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা। এই সামান্য কিছু বহিঃদৃশ্য তোলার সময় — তাঁর নিজের কথায় "I was more excited than I can describe.

The small film crew threatened to walk off the set and go home. I screamed and swore so loudly that people woke up and looked out of their windows"।[6] ছবি হিসাবে ভালই চলেছিল Torment.

ইতিমধ্যে হেলসিংবর্গের মিউনিসিপাল থিয়েটারকে তার দৈন্যদশা কাটিয়ে সাফল্যের মুখ দেখালেন বার্গম্যান। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ঐ থিয়েটার ছিল বার্গম্যানের হাতে। এরপর সেখান থেকে গটেনবার্গের সিটি থিয়েটারে কিছুদিন কাজ করে ১৯৫২ সাল থেকে ছয়বছর তিনি কাটান মালময় সিটি থিয়েটারের ডিরেকটর হিসাবে। এটিকে তখন ইউরোপের অন্যতম আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বলে গণ্য করা হত। এখানেই তিনি খুঁজে পান তাঁর চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র অভিনেতাদের। হ্যারিয়েট অ্যান্ডারসন, বিবি অ্যান্ডারসন, ইনগ্রিড থুলিন বা ম্যাক্স ভন্ সিডো-র প্রবেশ এই নাট্যমঞ্চেই। পরে এই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই তাঁদের অসামান্য অভিনয়ের মাধ্যমে বার্গম্যানকে তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেন।

নাট্য পরিচালক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ সময় ১৯৬৩-৬৬ যখন তিনি সুইডেনের জাতীয় নাট্য মঞ্চের (The Royal Dramatic Theatre, Stockholm) প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ছাত্রজীবন থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক পরিচালনা করেন যার মধ্যে মলিয়ের, গয়েটে, ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ, চেখভ্, পিরানদেল্লো, ব্রেখ্ট্, কামু, আনুই, ইউজিন ওনিল, টেনিসি উইলিয়ামস্ এবং এডোয়ার্ড অ্যালবির নাটক রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে নাট্য পরিচালনার কাজটাকে তিনি চিত্রপরিচালনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখতেন। নাট্য পরিচালক হিসাবে তাঁর কাজ প্রধানত অন্যের সৃষ্টিকে মঞ্চে উপস্থাপন এবং নতুনভাবে interpret করা। সেই জন্য এত বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং নাট্যশৈলীর নাট্যকারদের নাটক তিনি সফলভাবে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। নিজের নাটক খুব কমই উপস্থিত করেছেন — এই তিন দশকে। ১৯৬৬ সালে বার্গম্যান Royal Dramatic Theatreএর প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধান কারণ তাঁর বেশীরভাগ সময় চলচ্চিত্র পরিচালনায় নিয়োজিত করা। এর পরেও তিনি নাট্য পরিচালনায় ফিরে এসেছেন অতিথি পরিচালক হিসাবে কিন্তু কখনই আর এই কাজ তাঁর জীবনে প্রধান ভূমিকা নেয় নি। ইতিমধ্যেই তাঁর চলচ্চিত্র বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তবু অনেক নাট্য সমালোচকের মতে রঙ্গমঞ্চ থেকে বার্গম্যানের সরে যাওয়া সুইডিশ থিয়েটারের এক অপূরণীয় ক্ষতি। একজন সমালোচক তো বলেই ফেললেন, '(He) ... wanted to transform our entire view of theatre ... If I am to be honest, I would rather have done without some of his new films no matter how good they might be in order to have seen that vision realized'।[7] ১৯৪৪ সালে Torment ছবিতে তাঁর হাতেখড়ি হয় চলচ্চিত্র পরিচালনায়। স্বাধীনভাবে তোলেন ১৯৪৭এ প্রথম ছবি Crisis। স্ভেন্স্ক্ ইন্ডাস্ট্রির হয়ে সেটাই তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনা। এরপর থেকে প্রায় প্রতিবছরই এক বা একাধিক ছবি করে গেছেন পরবর্তী পাঁচ দশক জুড়ে। সব ছবিরই প্রযোজক স্ভেন্স্ক্ ইন্ডাস্ট্রির । তাঁর বেশীরভাগ ছবির চিত্রনাট্য, এমনকী গল্পও তাঁর নিজস্ব। বার্গম্যান বলেছেন চলচ্চিত্র পরিচালনা তাঁর জীবনে একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, 'a need similar to hunger and thirst. For certain people to express themselves implies writing books, climbing mountains, beating children or dancing samba. I express myself by making films'।[8] তাঁর প্রথমদিকের ছবিগুলি বাণিজ্যিক ভাবে সেরকম সাফল্য পায়নি। তাছাড়া অনেকগুলিই প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। স্ভেন্স্ক্ ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার কার্ল ডাইমালিং-এর থেকে আমরা জানতে পারি, 'he was considered (by reviewers) difficult, bizarre, incomprehensible, pretentious ... From a financial point of view, a Bergman picture seemed a risky business until not long ago; it was only when 'Smiles of a Summer Night' was shown in the Cannes festival in 1956 that he won general recognition in Sweden and other countries, and even then with that recognition his films cannot yet be considered great commercial success'।[9] সকলেই জানেন যে বার্গম্যানের ছবি অত্যন্ত তীব্রভাবে ব্যক্তি মানুষের আত্মানুসন্ধানের ছবি। বেশীরভাগ সময় তাঁর গল্পের চরিত্ররা কিছুটা অনির্দিষ্ট স্থানে এবং কালে পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলে এক অন্তর্মুখী ঘটনা প্রবাহ যার ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। এই অনির্দিষ্ট স্থান এবং কাল কখনও মধ্যযুগের প্লেগ আক্রান্ত সুইডেনের সমুদ্রতীর যেখানে ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সংশয়ীর মৃত্যুর সাথে দাবা খেলার শুরু, কখনও আধুনিক যুগের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অনির্দিষ্ট যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ছিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক এবং দাম্পত্য জীবনের কথা। কোনটাই স্পষ্ট, ঐতিহাসিক ভাবে নির্দিষ্ট, স্থান কাল নয় তাই সেখানে চরিত্রগুলোর আত্মদহনও যেন সময় দ্বারা চিহ্নিত নয়। অনেক সময়ই বার্গম্যান তাঁর চরিত্রগুলোকে নিয়ে গেছেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে চারপাশের সমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের মুখের ওপর আরও গভীর দৃষ্টিপাত করবেন বলে। বার্গম্যানের প্রধানগুণ তাঁর এই অন্তর্মুখী যন্ত্রণাদীর্ণ চরিত্রগুলোকে অসাধারণ চিত্রনাট্য এবং কারিগরী দক্ষতায় দর্শকদের সামনে অর্থবহ করে মেলে ধরা এবং দর্শকদেরও চরিত্রগুলির আত্মানুসন্ধানের সঙ্গী করে ফেলা। Franz Kafka-র

Metamorphosis নামক গল্পে যেমন পাঠক নিজের অজান্তেই কখন এক মানুষের কীটে পরিবর্তিত হওয়ার অসম্ভব দুঃখের অংশীদার হয়ে যায় — যে অংশীদারত্বের পিছনে আছে কাফকার অসামান্য লেখনীর যাদু — যা একটি আত্মিক স্খলনকে ঐ আপাত অসম্ভব রূপকের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছে। কাফকার মতই বার্গম্যানও সরাসরি তাঁর চারপাশের যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে এড়িয়ে গেছেন কিন্তু সেই সময়ের, সেই লড়াই-এর অমোঘ ছবি গড়ে তুলেছেন ব্যক্তি মানুষের ক্রূর, ধ্বংসাত্মক এবং অপরাধদীর্ণ জগতের চিত্রায়ণে — বিশেষত শিশু এবং কিশোরদের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কাফকার চরিত্ররা তাঁদের চারপাশটাকে দেখেছেন অনেকটা Alice in the Wonderland এর কায়দায়। যেখানে অস্তিত্বের essence সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষ খুঁজে ফিরছে তার পরিচয়, তার সংজ্ঞা — ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও অজানা অপরাধের বিচারের জন্য অজ্ঞাত বিচারকের সন্ধানে, কখনও অজানা দুর্গের অন্ধকারে। মুখোমুখী হচ্ছে অনির্দিষ্ট কিন্তু cruel authority-র যারা চাপিয়ে দিতে চাইছে তার অস্তিত্বের উপর তাদের মনগড়া স্বার্থান্বেষী সংজ্ঞা। কাফকার লেখা তাই আধুনিক রূপকথা — অপরাধ ও বিচারের রূপকথা। কাফকার মত বার্গম্যান সরাসরি রূপকথার আশ্রয় নেননি কিন্তু তিনি হেঁটেছেন সীমান্ত রেখা ধরে। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়ই বাস্তব জগতের চরিত্র হয়েও কখন যেন ঢুকে পড়ে স্বপ্নলোকে, মেলে ধরে সাজানো সামাজিক পরিচিতির তলায় অবিন্যস্ত অসংজ্ঞাত অস্তিত্বের অসহায় রূপ। তাদের আত্মানুসন্ধানে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি অবশীর্ষ প্রতিবিম্বের মত প্রবেশ করে অপ্রত্যক্ষভাবে। হয়তো কুয়াশার সমুদ্রে যুদ্ধে নিহতদের শবদেহ গুলির ভিতর আটকে যাওয়া পলাতক মটরবোটের যাত্রী হয়েই বার্গম্যান স্বীকার করেন পালান যায় না, ধরা পড়তেই হয়। যুদ্ধের শবদেহরা তোমাকে ঘিরে ধরবেই, ঘিরে ধরবেই গ্যাস চেম্বারের ছাই, হিরোসিমা-নাগাসাকির বিকিরণ — সে তুমি যেখানেই থাক, যাই হবার চেষ্টা কর।

বার্গম্যানের ছবিতে বার বারই এসেছে এক নীরব ঈশ্বরের কথা। যে ঈশ্বর অস্বীকার করেছে Intervene করতে, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে, আপন অস্তিত্বের এবং উপস্থিতির প্রমাণ রাখতে। যে ঈশ্বর মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে তার অস্তিত্বের স্বাধীন অর্থ নির্মাণে। অবিশ্বাসী বার্গম্যান বার বার তাঁর চলচ্চিত্রকথাকে এমন জায়গায় এনে শেষ করেছেন যেখানে ইঙ্গিতপূর্ণ নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বারবার হলিউড থেকে বা অন্য দেশ থেকে ছবি করার অনুরোধ এসেছে তাঁর কাছে কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মত তিনিও তাঁর মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজী হন নি। দুজনেরই শিকড় তাঁদের নিজের দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মাটিতে এত

গভীর ভাবে প্রোথিত যে সেখান থেকে উৎপাটিত হয়ে অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করার কোন ইচ্ছাই তাঁরা প্রকাশ করেন নি। তাঁর বিশাল চলচ্চিত্রকথার কয়েকটি নিয়েই এখানে আমরা সাধ্যমত আলোচনা করতে চাই। যদিও তাঁর প্রতিটি ছবিই গভীর অনুসন্ধানের দাবিদার কিন্তু সীমিত সাধ্য এবং স্থানের জন্য সেটা এখানে অসম্ভব।

৪

Tormentকে বার্গম্যানের প্রথম ছবি বলা যায় না। চিত্রনাট্য তাঁর কিন্তু পরিচালনা অ্যালফ স্জবার্গএর। বার্গম্যানের নিজের কথায়, 'To me, Torment was an obsessive anger filled story about the torments of school and youth. Alf Sjöberg saw other things in it. Through various artistic devices he transformed it into a nightmare. He made Caligula, the Latin master, into a crypto Nazi ...'।[10] কিন্তু এই প্রথম চিত্রনাট্যের মধ্যেই বার্গম্যানকে চেনা যায়। এই ছবিতে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার অমানবিক অত্যাচারের পাশাপাশি এসেছে স্কুল পড়ুয়া কিশোর কিশোরীদের সাথে তাদের বাবা মা-র মানসিক ব্যবধানের কথা, বয়ঃসন্ধির সংকট, প্রথম প্রেমের ভীতি ও মুক্তির টানাপোড়েন এবং ক্ষমতার প্রতিভূ শিক্ষকদের অত্যাচারে উদ্ভ্রান্ত কৈশোরের যন্ত্রণার কথা। কিশোর নায়ক জাঁ এরিক প্রেমে পড়ে shop girl বার্থার। শেষ পর্যন্ত এরিককে স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হয় আর বার্থার মৃত্যু হয় এরিকের স্কুলের ল্যাটিন শিক্ষক ক্যালিগুলার ঘরে হার্ট অ্যাটাকে। স্বপ্নে এরিক দেখে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে ক্যালিগুলা প্রাচীন ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে না পারার জন্য। কলমের ডগাটি মৃত্যুর আজ্ঞা বহন করে এগিয়ে আসে তার কপালের দিকে। ছবিটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল কিশোর ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন যার মধ্যে দিয়ে তাদের মানসিক জগতের এক অনন্য ছবি ফুটে ওঠে। এটা বার্গম্যানের অনবদ্য চিত্রনাট্যের অবদান। ক্যালিগুলার মত সরাসরি evil চরিত্র বোধহয় নিজে কখনও সৃষ্টি করেন নি। বার্গম্যানের কথা অনুযায়ী এখানে স্জবার্গের অবদান অনেকটা। বার্গম্যানের পরবর্তী ছবিতে evil এসেছে বার বার। কিন্তু সেখানে চরিত্রগুলো একই সঙ্গে evil এর সংগঠক আবার অসহায় শিকার। ইউরোপীয় শিক্ষালয়গুলোর, বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত seminary গুলোর অত্যাচারের কথা আগেও আমরা বহু উপন্যাসে বা সিনেমায় পেয়েছি। কিন্তু এই ছবিতে এই অত্যাচারকে যেরকম pathological মাত্রা দেওয়া হয়েছে তার মূলে আছে তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতা যার কিছুটা তাঁর যাজক বাবার

অত্যাচারও বটে, আর যুদ্ধ পরবর্তী নাৎসী অত্যাচারের চেহারা যা তখন সদ্য প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৯৫০ সালে বত্রিশ বছর বয়সে বার্গম্যান তৈরী করেন Summer Interlude যার নায়িকা মারি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যালেরিনা। ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর সাহায্যে এই ত্রিশ ছোঁয়া নর্তকী ফিরে দেখেন তার ষোল বছরের প্রথম প্রেমকে আর বুঝবার চেষ্টা করেন তার বর্তমান জীবন এবং প্রেমিককে। মৃত্যুচেতনা বিজড়িত সেই প্রথম প্রেমের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই দেড় দশক ধরে। হেনরিক, তার প্রেমিক, বাস করত তার ক্যানসার রোগগ্রস্ত মৃত্যু পথযাত্রী পিসীর সাথে। আর মারি নিজেও সেই সময় তার মৃত মায়ের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন। তার মা ছিলেন তার মত দেখতে। দুজনেই এই মৃত্যুর ছায়ার থেকে পালিয়ে দেখা করত সমুদ্রের ধারে। দুজনে ভাগাভাগি করে খেত বুনো স্ট্রবেরী আর সমুদ্রের তটে মেতে উঠতো খেলায় এবং শরীরী ভালোবাসায়। ক্ষণস্থায়ী সুখের চূড়ান্ত সুন্দর মুহূর্তকে বার্গম্যান বুনো স্ট্রবেরীর মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন বহুবার। এখানে হয়তো প্রথমবার এসেছে এই অনুষঙ্গ। এই চূড়ান্ত সুখের মুহূর্তেই নেমে আসে গভীর অন্ধকার। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় ... হেনরিক সমুদ্রের হিমজলে ঝাঁপ দিয়ে আঘাত করে ডোবা পাথরে এবং মারা যায়। মারি বলে, 'যদি ঈশ্বর থাকে তবে আমি তার মুখে থুতু দেব' আর তারপর গুটিয়ে যায় নিজের ভিতরে — নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করে তার নৃত্যশিল্পে। মারির জীবনে একজন নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়। একজন অবিবাহিত সাংবাদিক। নিতান্তই সাদামাটা। সে তার শিল্পের সম্বন্ধেও নেহাৎই অজ্ঞ। মারি তার সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত। দুজনের মাঝখানে আরও এক প্রাচীর — হেনরিক এবং তৎসংক্রান্ত স্মৃতি। এক অসাধারণ চিত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে মেক আপ ঘরের আয়নার সামনে, মুখোশ আর পোশাক আশাকের মাঝখানে বসে এই মানসিক লড়াইয়ের ছবি দেখানো হয়। সেখানে উপস্থিত হন ব্যালে মাস্টার, মারিদের নৃত্যনাট্যে যার ভূমিকা পুতুলের চোখ ফোটানোর যাতে তারা আবার দেখতে পায়, জীবন্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মারি ফিরে আসে বাস্তবে, ভেঙ্গে ফেলে চারপাশের স্মৃতির দেয়াল, ছুঁড়ে ফেলে মুখোশ আর নর্তকীর পোশাক, গ্রহণ করে তার নতুন প্রেমিককে। নতুন করে বাঁচার আনন্দে মগ্ন হয় সে। এর প্রায় বিপরীত অবস্থাকে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর অপর ছবি (১৯৫৩) Summer with Monica-তে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুইজন হ্যারি আর মনিকা নগরজীবন থেকে (Stockholm থেকে) পালিয়ে আশ্রয় নেয় এক নির্জন দ্বীপে। সেখানে তাদের মধুচন্দ্রিমার স্বপ্নরাজ্যে সামান্যই ব্যাঘাত ঘটে গুণ্ডাদের আক্রমণে এবং পরবর্তী অনিশ্চয়তায়। কিন্তু মনিকা সন্তান সম্ভবা হয়। হ্যারি বদলে যায়। স্বপ্ন ত্যাগ করে সে দায়িত্বের কথা ভাবতে শুরু করে

কিন্তু মনিকা তার স্বপ্নরাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করে। তারা শহরে ফিরে আসে। হ্যারি কাজ যোগাড় করে। সন্তান পালনের জন্য প্রস্তুত হয়। এমনকী আবার পড়াশুনা শুরু করে। মনিকা কিন্তু দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। অন্য একজনের সঙ্গে চলে যায় তার রোমান্টিক স্বপ্নের খোঁজে। হ্যারির কাছে থেকে যায় তাদের সন্তান। হ্যারি কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে না। তার দায়িত্ব পালনের জন্য সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। মনিকার দরিদ্র পরিবারকে বেশ কয়েকবার দেখানো হয়। দেখানো হয় তার অনেক ভাইবোনদের সাথে বাবা মার বিরূপ সম্পর্কের ছবি। হ্যাসে, তার দশ বছর বয়সী ভাই বাড়ীতে পটকা ফাটিয়ে তার বাবাকে সন্ত্রস্ত করে আনন্দ পায়। আসলে বাস্তব থেকে পালানোর, স্বপ্নকে সব কিছু ত্যাগ করে আঁকড়িয়ে ধরার পিছনে যে কৈশোরের ক্লিন্নতা এবং দারিদ্র কাজ করছে সেটাই বোধহয় বার্গম্যান দেখাতে চেয়েছেন। মনিকার জীবনে মারির মত কোন শৈল্পিক অবলম্বনও ছিল না।

আগেই বলেছি যে ১৯৫৬ সালে তোলা Smiles of a Summer Night ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হবার পরই বার্গম্যান দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন এবং তাঁর ছবি কিছুটা বাণিজ্যিক ভাবে সাফল্য লাভ করে। এই বইটি একটি Comedy of Manners — যেখানে উচ্চবিত্ত সমাজের নরনারীর সম্পর্কের কৃত্রিমতা এবং বন্ধ্যাত্ব নিয়ে ভয়ানক ঠাট্টা করা হয়েছে। ফ্রেডরিক এগেরম্যান একজন সমৃদ্ধ উকিল। বিশাল তার বৈভব। বিয়ে করেছেন দ্বিতীয়বার তাঁর হাঁটুর বয়সী একটি মেয়েকে। বিয়ের দুই বছর বাদেও সে রয়েছে কুমারী। তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম বা যৌনতা কিছুই নেই। ফ্রেডরিকের এক সময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একজন অভিনেত্রীর সাথে। সেই অভিনেত্রী আবার স্থানীয় নাট্যমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছে শুনে ফ্রেডরিক যায় তার সাথে দেখা করতে। নানা হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা আবার কাছাকাছি আসে। অভিনেত্রীর ছোটছেলেটার পিতা কে — ফ্রেডরিক কী না সে প্রশ্নের উত্তর ফ্রেডরিক পায় না। এদিকে ফ্রেডরিকের আগের পক্ষের ছেলে, যে তার বর্তমান স্ত্রীর সমবয়সী, আকর্ষণ বোধ করে তার বিমাতার প্রতি। এছাড়াও আছেন এক কাউন্ট এবং কাউন্টেস যাদের কারোরই পরস্পরের প্রতি কোন আকর্ষণই নেই, তাঁরা দুজনেই তাঁদের মত প্রেম খুঁজে বেড়ান অন্যত্র কিন্তু পরস্পরের প্রতি 'faithful' থাকার চেষ্টা করেন। এই সব চরিত্রগুলি জড়ো হয় এক Weekend party-তে এক বাগান বাড়ীতে। ঘটে চলে অবিরাম হাস্যকর ঘটনার প্রবাহ। এর মধ্যে দেখা হয় বাড়ীর অল্প বয়সী কাজের মেয়ে আর ফ্রেডরিকের গাড়ীর কোচয়ানের। তারা সহজেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাড়ীর ভিতরের কৃত্রিম আবহাওয়া থেকে তারা বাইরে পালায়, গল্প করে, প্রেম করে এবং অবশেষে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই

বিবাহ কতটা টেকসই হবে সেটা হয়তো জানা যাবে না কিন্তু সমস্ত সম্পর্কের development টা এত স্বাভাবিক এবং সুন্দর যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উঁচু তলার মানুষদের কৃত্রিম সম্পর্কের চেহারাটা আরও স্পষ্ট করার জন্যই এই দুটি চরিত্রের মিলনকে রাখা হয়েছে। এদিকে ভিতরে তখন ঘটনার ঘনঘটায় ফ্রেডরিকের সাথে কাউন্টের duel হয়ে যায় — ফল নেহাৎই হাস্যকর, কারণ গুলি ছিল না বন্দুকে। ফ্রেডরিকের বৌ বুঝতে পারে তার প্রকৃত প্রেমিক তার সৎছেলে এবং তারা পালায় ঘোড়ার গাড়ী চেপে। ফ্রেডরিকের জন্য ফেলে যায় তার ওড়না। ফ্রেডরিকও আবিষ্কার করে যে ডিসাইরি অর্থাৎ ঐ অভিনেত্রীই তার মনের মানুষ এবং ডিসাইরিও মেনে নেয় ফ্রেডরিককে। এই ভাবেই শেষ হয় এই কমেডি অব ম্যানার্স।

৫

এরপরই বার্গম্যান প্রবেশ করেন তাঁর চলচ্চিত্রকথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে। ১৯৫৬ সালে তৈরী করেন তার বিখ্যাততম ছবি The Seventh Seal। বার্গম্যান জানিয়েছেন যে Smiles of a Summer Night কান উৎসবে পুরস্কৃত হবার পর The Seventh Seal এর চিত্রনাট্য নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি স্ভেন্স্ক্ ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার ডাইমালিংএর কাছে উপস্থিত হন। প্রথম দফায় অমনোনীত হলেও দ্বিতীয়বারের পুনর্বিবেচনায় ডাইমালিং এই ছবি প্রযোজনা করতে রাজী হন। খুব সম্ভব সামার নাইটের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে। পরবর্তী সাত বছরকে অনেকেই বার্গম্যানের "Theological period" বলে অভিহিত করে থাকেন। তার কারণ হয়তো এই সময়কার সব ছবিতেই, "The Seventh Seal থেকে "Winter Light" পর্যন্ত, ব্যক্তি মানুষের প্রেম, ভালো ও মন্দের ধারণা এবং সাধারণভাবে সব মানবিক সম্পর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে ঈশ্বর সন্ধানকে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নকে, ঈশ্বরের সক্রিয় উপস্থিতির পরিচয় খোঁজার প্রচেষ্টাকে। ১৯৪৮ সালে তোলা The Prison ছবিতে তাঁর একটি চরিত্র বলছে, 'If one can believe in God, there is no problem, if one cannot, there is no solution'। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ, মানবিক সমাজ সংগঠনের ব্যর্থতা এবং ক্রমবর্ধমান ভোগী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম বিশ্বাস হারানো আধুনিক মানুষের অবিশ্বাসী মনের ছবিই হয়তো আঁকতে চেয়েছেন বার্গম্যান; তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন জ্ঞান ভিত্তিক নতুন মানবতাবোধের জমিতে। একজন সমালোচক তো বলেই বসলেন, 'In this situation of crisis The Seventh Seal appears as a major philosophic declaration'.।[11] এতদূর না গেলেও এটা বলাই যায়

যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের মানসিক জগৎকে এই ছবিগুলি অসাধারণ দক্ষতায় প্রকাশ করেছে।

The Seventh Seal ছবিটির গল্পটি খুবই সরল। বার্গম্যানের প্রথমদিককার একটি একাঙ্ক নাটক Wood Painting থেকে অনেকটা পরিবর্ধিত করে তৈরী হয়েছে এই ছবি। গল্পের সময়কাল চতুর্দশ শতাব্দীর সুইডেন। প্রধান চরিত্র অ্যান্টোনিয়াস ব্লক একজন নাইট। দীর্ঘদিন সে এবং তার স্কোয়ার জ্যানস্ ধর্মযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার পর তাদের দেশে ফিরেছে। দেশে তখন চলেছে প্লেগ মহামারী, মৃত্যুর মিছিল,। চার্চ বার করছে অনুশোচনার মিছিল। খুঁজে বার করছে ডাইনীদের, যারা শয়তানের সাথে আদানপ্রদানে লিপ্ত, যাদের পাপে এই মহামারী। পুড়িয়ে মারা হচ্ছে তাদের। ব্লকের পিছনে দীর্ঘ অর্থহীন অমানবিক যুদ্ধের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা এবং হতাশা। সামনে প্লেগের নিষ্ঠুর মৃত্যুলীলা আর মিথ্যা বিশ্বাসের হিংস্র অত্যাচার। সে আজ তাই সংশয়ী। সে তার মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে বিশ্বাসের নয়, জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। এই নাইট আসলে আধুনিক মানুষ — যে দেখেছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পাশবিকতা, মিথ্যা বিশ্বাসের আর শ্রেণী স্বার্থের তীব্র লড়াই, হিটলার হিমলারদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, হিরোসিমা, নাগাসাকি। কিন্তু এই আধুনিক মানুষকে চতুর্দশ শতাব্দীতে নিয়ে গিয়ে একই সঙ্গে বার্গম্যান হিংসা, মিথ্যা বিশ্বাসের হানাহানি এবং অবক্ষয়ের একটা সমান্তরাল অধ্যায়কে টেনে এনেছেন যেখানে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসহীনতার দ্বন্দ্বকে বর্তমান যুগের থেকে হয়তো খানিকটা সরল কিন্তু তীব্র ভাবে দেখানো সম্ভব। আর একটি কারণ এই প্রাচীন মুষল পর্বের 'robust myth making' এর সাথে আশৈশব তাঁর পরিচয়, তাই ঐ চিত্রকল্পগুলির নির্মাণ তাঁর কাছে খুবই স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক।

ছবি শুরু হয় এক নির্জন সমুদ্রতীরে উষা লগ্নে। বসে আছে অ্যান্টোনিয়াস ব্লক। পিছনে তার ঘোড়া। তার ডাকে পেছন ফেরে ব্লক। দাঁড়িয়ে আছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা মুখোশপরা এক বৃদ্ধ। হিমশীতল তার চাহনী। এইভাবেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ হয় অ্যান্টোনিয়াস ব্লকের সাথে। জীবনে একটি অর্থপূর্ণ কাজ করার জন্য মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চায় ব্লক। মৃত্যুর সাথে তার চুক্তি হয় দাবা খেলার। যতক্ষণ সে মৃত্যুর কাছে দাবা খেলায় পরাজিত না হচ্ছে ততক্ষণ থাকবে তার জীবন। শুরু হয় এই জীবন বাজি রেখে দাবা খেলা। চলে অন্যান্য ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে। ব্লকের সহকারী জানস্ কিছু দুরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সে জানতেও পারে না এই চুক্তির কথা। ঘুম থেকে উঠে সে শুরু করে তার প্রভাতী প্রার্থনা সঙ্গীত, যা সেই যুগের মাপকাঠিতে অত্যন্ত অবিশ্বাসী এবং ভক্তিহীন গান। ব্লক বিরক্ত হয় ঐ গান শুনে কিন্তু কিছু বলে না। সমুদ্রতীরে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখে জানস্ তার ঘোড়া থেকে নামে পথ

নির্দেশ নেবে বলে। কিন্তু আবিষ্কার করে এক মৃতদেহ যার মুণ্ড দাঁত বার করে তার দিকে হেসে ওঠে। ব্লক জানতে চায় পথ নির্দেশ পাওয়া গেল কিনা। জানস্ জানায় না, তবে ঐ ব্যক্তি মূক নয়, সে অনেক কথাই বলল বিনা বাক্যব্যয়ে। ফের জানস্ গান শুরু করে। ব্লক তাকে থামায়। এই ভাবেই দর্শকদের সাথে পরিচয় হয় এই ছবির দুই প্রধান চরিত্রের। এই দুই প্রধান চরিত্র একে অন্যের পরিপূরক — যে অর্থে সেরভেন্টিসের ডন কুইক্সট আর তার স্কোয়ার সাঙ্কো পাঞ্জা পরস্পরের পরিপূরক। জানিনা এই ধ্রুপদী চরিত্র দুটির কথা বার্গম্যানের মাথায় ছিল কিনা এই ছবি করার সময়। তবে এই প্রসঙ্গে বার্গম্যান জানিয়েছেন, 'I placed my two opposing belief side by side, allowing each to state its case in its own way. In this manner a virtual cease fire could exist between my childhood piety and my new found 'harsh rationalism'. Thus there is no neurotic complication between the knight and his vassal'।[12] ব্লক তার স্কোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে প্লেগ বিধ্বস্ত রাস্তা দিয়ে ফিরে চলে তার স্ত্রীর কাছে যাকে সে ছেড়ে এসেছিল দশবছর আগে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। এই দীর্ঘ যাত্রাপথই ছবির বিষয়। পথে তাদের দেখা হয় জাগলার জোফ্ এবং তার স্ত্রী মিয়ার সাথে। তাদের শিশুপুত্র মাইকেলকে ঘিরে তাদের সম্ভব অসম্ভব অনেক স্বপ্ন। ঘুরে ঘুরে খেলা দেখায় তারা। এছাড়াও দেখা হয় আরও বহুজনের সাথে। ব্লক আর জানস্ দেখে প্লেগ বিধ্বস্ত দেশে অনুশোচনার মিছিল আত্মনিগ্রহের কাণ্ডকারখানা। সবই চার্চের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে। দেখা হয় রাভালের সাথে। দশ বছর আগে যে ছিল থিওলজিকাল সেমিনারীর একজন 'ডকটর' আর এখন যে একটা ছিঁচকে চোর, মৃতদেহ থেকে চুরি করা যার কাজ। দশ বছর আগে এই রাভালই ব্লককে উত্তেজিত করেছিল ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। জানস্ একটি মেয়েকে রক্ষা করে রাভালের লালসার হাত থেকে। মেয়েটি সঙ্গ নেয় জানসের। ব্লক মৃত্যুকে জানায় 'I want knowledge not faith'। মৃত্যু তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না বরঞ্চ তাঁকে ঠকায় তাঁর চালের কথা আগে থেকে জেনে নিয়ে। ব্লক জীবনের একমাত্র অর্থপূর্ণ কাজটি করে মিয়া আর জোফ্‌কে প্লেগ বিধ্বস্ত অংশে যেতে না দিয়ে এবং তাদের সাথে বন পেরিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে অর্থাৎ ঐ সরল দম্পতি এবং তাদের শিশুপুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে। ব্লক প্রস্তুত হয় মৃত্যুর জন্য। বনের পথে রওনা দেয় ব্লক, জানস্, জোফ্, মিয়া এবং অন্যান্যরা। বনের ভিতর তারা দেখে টিয়ান বলে চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটিকে ডাইনী বলে যাকে আগে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখেছিল তারা। সৈন্যরা টিয়ানকে বেঁধে নিয়ে চলেছে পুড়িয়ে মারতে। জানস্ ভাবতে শুরু করে কোনভাবে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায় কিনা,

দরকার হলে সৈন্যদের হত্যা করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে টিয়ান অর্ধমৃত, তাকে বাঁচানো যাবে না। জানস্ পিছিয়ে যায়। ব্লক টিয়ানকে বলে সে শয়তানের সাথে কথা বলতে চায় — তাকে প্রশ্ন করতে চায় ঈশ্বর সম্পর্কে। টিয়ান বলে শয়তান তাকে সবদিক থেকে ঘিরে আছে। সে তার চোখে, তার আত্মায়। ব্লক সৈন্যদের কাছে জানতে চায় মেয়েটির হাত দুটো ভেঙ্গে নুলো করে দিল কারা এবং কেন। সৈন্যরা জানাল তারা জানে না — চার্চের সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। ব্লক টিয়ানকে আফিং দেয় যাতে তার মৃত্যু কম বেদনাদায়ক হয়। প্লেগে আক্রান্ত রাভাল উপস্থিত হয়। জানস্ তাকে জল দিতে অস্বীকার করে। প্রতিশোধ নিতে নয় — মৃত্যু অবধারিত বলে। মৃত্যুর সাথে দাবা খেলায় স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নেয় ব্লক। মৃত্যুর কাছে সে জানতে চায় কী আছে এরপর। মৃত্যু বলে তার কিছুই জানা নেই। অবশেষে ভোরবেলা সবাই পৌঁছায় দুর্গে যেখানে অপেক্ষা করে আছে বৃদ্ধা কারিন — ব্লকের ফেলে আসা স্ত্রী। দুইজনেরই কষ্ট হয় পরস্পরকে চিনতে। ব্লক এবং তার সঙ্গীরা কারিনের সাথে প্রাতঃরাশে যোগ দেয়। পাঠ করা হয় অ্যাপোক্যালিপস V থেকে 'Lamb' এর Seventh Seal ভাঙ্গার কথা। যার পর বিশ্বজুড়ে ছিল নীরবতা। মৃত্যু আসে। ব্লক এবং কারিন তাকে অভ্যর্থনা জানায়। সবাই যোগ দেয় মৃত্যুর সাথে death dance এ, এমনকী জানসও। শুধু বেঁচে থাকে জোফ্, মিয়া আর তাদের শিশুপুত্র মাইকেল। তারা দূর থেকে অবাক চোখে দেখে তাদের সব পরিচিত মানুষেরা মেঘে ঢাকা পশ্চিম দিগন্তে নাচতে নাচতে হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্লকের পাশাপাশি তার স্কোয়ার জানস্ও এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র। গত দশবছর ধরে সে ব্লকের সহযাত্রী এবং ধর্মযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার শরিক — কিন্তু ব্লকের ঈশ্বর সন্ধান সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্লক যখন ব্যস্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে যার উত্তর কেউ দেয় না, তখন জানস্ মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার, এবং চারপাশের মানুষদের সাহায্য করতে সে সবসময় এগিয়ে যায় নির্দ্বিধায়। সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তার মুখেই আমরা জানতে পারি, 'Ten years we sat in the Holy land and let snakes bite us, insects prick us, wild animals rip us, heathens slaughter us, the wine poison us, women give us lice, fleas fed on us, and fevers consume us all to the glory of God'। অধঃপতিত রাভালের সাথে দেখা হওয়ার পর জানস্ তাদের ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার কারণ জানায়, 'We were too well off, we were too satisfied and the lord wanted to chastise our contended pride. Therefore he came and spewed his celestial venom and poisoned the knight'। পানশালায়

রাভাল যখন সবাইকে জোফের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং সবাই মিলে ঐ সরল জাগলারকে দিয়ে bear dance করাতে উদ্যত হয়, তখন জানস্ সেখানে উপস্থিত হয়ে জোফ্কে রক্ষা করে। যখন সৈন্যরা টিয়ানকে পুড়িয়ে মারছে আর ব্লক তাকে আফিং দিচ্ছে মৃত্যুটা কম যন্ত্রণাদায়ক করার জন্য, ক্ষিপ্ত জানস্ ব্লককে বলে, 'You donot answer my questions. Who watches over that child? Is it the angel or God, or devil or only the emptiness?' জানস্ বলে, 'We stand powerless, our hands hanging at our sides, because we see what she sees and our terror and hers are the same ...' মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের আগে ব্লক যখন বলে, 'God, you who are somewhere, who must be somewhere, have mercy on us' তখন তার স্কোয়ার জানস্ বলে 'I could have given you a herb to purge you of your worries about eternity. Now it seems too late. But in any case, feel the immense triumph of the last minute when you can still roll your eyes, and move your toes', তাকে থামতে বলা হলে সে বলে, 'I shall be silent, but under protest'। The Seventh Seal এর এই দুই প্রধান চরিত্রের মধ্যে কোন বিরোধ কিন্তু তৈরী হয় নি। ব্লকের ঈশ্বর সন্ধান সম্বন্ধে জানস্ হয়তো উদাসীন কিন্তু তারা সর্বত্র একত্রগামী এবং পরিণতিও মৃত্যু নাচের ভিতর দিয়ে একই। দুজনেই অবিশ্বাসী কিন্তু ব্লক বিশ্বাস ফিরে পেতে চায়, তাকে যুক্তি নির্ভর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তার আর্তপ্রশ্ন, 'Why can't I kill the God within me? Why does he live on in this painful way even though I curse him and want to tear him from my heart? Why inspite of everything, is he a baffling reality that I cannot shake off ? I want knowledge not faith'। আর জানস্ এই সন্ধানকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার সব কাজেই সে মানবিক দায়িত্ববোধ এবং harsh rationalismএর পরিচয় রেখেছে।

অ্যান্টোনিয়াস ব্লকের ঈশ্বর সন্ধান কিন্তু কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয়নি। তাঁর একটি মাত্র অর্থপূর্ণ কাজের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ঐ জাগলার এবং তার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে— আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে যারা আদৌ চিন্তিত নয় শুধু বাঁচার আনন্দে মশগুল। সারা বইটাই প্রায় আলো আঁধারিতে তোলা। প্রত্যেকটি চরিত্রই ডুবে আছে নানা স্তরের অন্ধকারে। কেবল যখনই সামনে এসেছে জোফ্, মিয়া আর তাদের শিশুপুত্র আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিক। ব্লকের সাথে মিয়ার শেষ সাক্ষাৎকারটি একটি অপূর্ব দৃশ্য কাব্য। মিয়া ব্লককে দুধ আর

বুনো স্ট্রবেরী খেতে দেয়। এখানেই ব্লক তাদের হেলসিংগ্যর যাওয়া থেকে বিরত করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। ব্লক যখন তাকে বলার চেষ্টা করে তার বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব জনিত যন্ত্রণার কথা—মিয়া স্পষ্টই বলে যে এসব সে বোঝে না। তার কাছে গ্রীষ্মকালটা শীতকালের থেকে ভাল কারণ তাদের শীতে জমে যেতে হয় না। কিন্তু বসন্ত কালটাই সবচেয়ে ভাল। ব্লক শেষ পর্যন্ত জানায় যে এই সন্ধ্যার, এই সুখী দম্পতির ছবি I shall carry this in my memory between my hands, as carefully as if it were a bowl of fresh milk ... and this shall be for me a sign and a great sufficiency। এই ছবির সব চরিত্রেরই মৃত্যু হয় প্লেগে, পরস্পরের হাতে অথবা বিখ্যাত মৃত্যুনাচের মধ্যে দিয়ে। খালি থেকে যায় জোফ্, মিয়া আর মাইকেল। তারা তাকিয়ে দেখে ঐ মৃত্যুনাচ কিন্তু জীবন যাপনের আনন্দ থেকে বিচ্যুত হয় না।

৬

এর পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে, বার্গম্যান তোলেন তাঁর অপর বিখ্যাততম ছবি 'Wild Strawberries'। এই ছবির পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে বার্গম্যান নিজেই তাঁর সাথে তাঁর বাবার বিরোধ, তাঁর বাবা এবং মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাঁর নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান বলে ভাবা এবং সেই সংক্রান্ত মানসিক যন্ত্রণার কথা বলেছেন। এই ছবিতে এক সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ অধ্যাপকের জীবনের এক দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির এক সংবেদনশীল ছবি অসাধারণ নৈপুণ্যে তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের শেষ লগ্নে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি আপাত সুস্থিত মানুষের ফিরে দেখা এবং নিজেকে বোঝার চেষ্টা নিয়ে এর আগেও অনেক মহৎ সাহিত্য লেখা হয়েছে যার সাথে আমরা পরিচিত। যার মধ্যে টলস্টয়ের 'Death of Ivan Illych, শেখভের, 'A dull story' বা টমাস মানের 'Death in Venice' এর কথা সবারই মনে পড়বে। কিন্তু Wild Strawberries শুধু এক প্রজন্মের কথা নয়, প্রায় তিন প্রজন্মের নারী, পুরুষ এবং সন্তানের মধ্যেকার সম্পর্কের জটিল দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েনকে দেখানো হয়েছে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় একদিনের একটি ভ্রমণ এবং চারটি স্বপ্নচারণের মাধ্যমে। বারবার ফিরে এসেছে বুনো স্ট্রবেরী জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তকে চিত্রায়িত করতে। বারে বারে এসেছে এক কাঁটাহীন ঘড়ি প্রতি প্রজন্মে চলে আসা দাম্পত্য বিরোধের সমাধানহীনতাকে বোঝাতে।

আইজ্যাক বর্গ, মেডিসিনের এমেরিটাস অধ্যাপক। বর্তমান বয়স ৭৬। তাঁর পঞ্চাশ

বছরের মূল্যবান কাজের প্রতি সম্মান জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জুবিলী ডক্টর'-সম্মানে ভূষিত করবে। সেই সম্মান গ্রহণ করতে আইজ্যাক যাবেন স্টকহল্ম থেকে লুন্ড শহরে। সেখানে অধ্যাপনা করে তাঁর ছেলেও। ছবির শুরুতে স্বকণ্ঠে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন আইজ্যাক। তিনি বহুদিন হল বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র ছেলেও ডাক্তার। তাঁর ৯৬ বছরের বৃদ্ধ মা এখনও জীবিত। নিজের কাজ সম্পর্কে তিনি গর্বিত কিন্তু নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও তিনি 'quite trying'। এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ের পর credit titles দেখানো হয় এবং তারপর সহসাই আমরা চলে যাই আইজ্যাক বর্গের প্রথম স্বপ্নচারণে। বর্গ হেঁটে চলেছেন এক জনশূন্য শহরের হিম নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে। তিনি উপস্থিত হন এক ঘড়ির দোকানে যেখানে সাইনবোর্ডে এক বিশাল ঘড়ি দেখা যাচ্ছে আর একটা চশমা। ঘড়িটার কাঁটা নেই আর চশমার কাঁচ ভাঙ্গা। বর্গ দেখেন তাঁর নিজের হাতঘড়ির কাঁটাও উধাও। নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দ শোনেন বর্গ। একজন মানুষকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যান কথা বলতে কিন্তু সেও লুটিয়ে পড়ে। তার মুখ দেখা যায় না। তার পোষাক থেকে নিঃসৃত হয় দুর্গন্ধ তরল। একটা ঘোড়ার গাড়ী ছুটে আসে কফিন নিয়ে, চুরমার হয়ে যায় ল্যাম্প পোষ্টে আঘাত করে। ভাঙা চাকা ছুটে আসে আইজ্যাকের দিকে। ঘোড়াগুলো ছুটে পালায়। কফিনটার ডালা খুলে যায়। আইজ্যাক দেখতে যান। একটা হাত বেরিয়ে এসে আইজ্যাকের হাত চেপে ধরে। আইজ্যাক দেখতে পান কফিনের ভিতর তাঁর নিজের শবদেহ। আইজ্যাক জানান বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে এই ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখা। শুরুতে যে শান্ত, সুস্থিত বর্গ নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন তার ঠিক পরেই দেখানো এই প্রায় সুররিয়ালিষ্ট দুঃস্বপ্ন ঐ প্রতিষ্ঠিত পরিচয়ের তলা থেকে টেনে বার করে এক যন্ত্রণাদীর্ণ চরিত্রকে যে জনহীন বিচ্ছিন্নতায় কাঁটাহীন ঘড়ির তলায় নিজের শবদেহের হাতে বন্দী। মত পাল্টান বর্গ। লুন্ডে প্লেনে যাবেন না — যাবেন গাড়ীতে। এই সফরে তাঁর সঙ্গী হয় তাঁর ছেলে ইভাল্ডের স্ত্রী ম্যারিয়েন। ইভাল্ডের সাথে মনোমালিন্যের জন্য কিছুদিন ধরে সে তার শ্বশুরের কাছে এসে ছিল। সে ফিরে চলে ইভাল্ডের সাথে সমঝোতার জন্য। যদিও বর্গ জানেন না তাদের মনোমালিন্যের কারণটা কী? বর্গের কাছে এই যাত্রার বহির্মুখ সম্মানগ্রহণ আর তার সমান্তরালভাবে চলে তাঁর অন্তর্মুখী অভিযান। পথে বর্গ ম্যারিয়েনকে নিয়ে তাঁর কৈশোরের এবং যৌবনের বাসস্থান যেখানে অন্যান্য ভাইবোনেদের সাথে থাকতেন সেখানে যান। ম্যারিয়েন স্নান করতে গেলে বর্গ একাই পৌঁছান স্ট্রবেরী গাছের তলায়। ডুবে যান তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্নে। এই স্বপ্ন তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমের ব্যর্থতার স্বপ্ন। সারা, তাঁর cousin ছিল তাঁর প্রেমিকা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাঁকে গ্রহণ না করে তার চেয়ে অনেক স্থূল তাঁর পরের ভাই সীগফ্রিডকে গ্রহণ করে। প্রথম স্বপ্নে ছিল মৃত্যুর

শীতল স্পর্শ। দ্বিতীয় স্বপ্ন কিন্তু রৌদ্রস্নাত, আত্মীয় স্বজন পরিবৃত পারিবারিক সম্পর্ক এবং ভালবাসার টানাপোড়েনের স্মৃতি। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত বর্গ পরিত্যক্ত এবং একা। এখানে স্থান কালের ব্যাপারটা সচেতনভাবে গুলিয়ে দিয়েছেন বার্গম্যান একই অভিনেত্রীকে দিয়ে আরেকটি মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করিয়ে যার নামও সারা। সে বর্তমানের বৃদ্ধ বর্গের কাছে উপস্থিত হয়েছে তার দুই বন্ধু ভিক্টর ও অ্যান্ডার্সকে নিয়ে। তারা বর্গের সহযাত্রী হয়। সারার দুই বন্ধুর একজন ধর্মীয় কলেজে পড়ে অপরজন ডাক্তারী পড়ে। সারা প্রথম জনের বাগদত্তা। এখানে যেন একই নাটকের পুনরাভিনয় হচ্ছে। বিশ্বাসী এবং আবেগপ্রবণের বিরুদ্ধে শীতল, যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানের ছাত্র হেরে যায়। বর্গ সহজেই দ্বিতীয়জনের সাথে নিজেকে মেলান। পথে আরও চরিত্র উপস্থিত হয়। তারা সবাই বর্গের নিজের অতীতেরই নানা অংশের পুনরাভিনয় করে। দেখা হয় আলমান দম্পতির সাথে যারা তাদের গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় বর্গদের গাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এবং সবার সামনেই তুমুল কলহে লিপ্ত হয়। তাদের তিক্ততা এমন চরম জায়গায় পৌছিয়েছে যে পরস্পরের সব কাজকেই তাদের অভিসন্ধিমূলক এবং প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। এদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বর্গ পৌছন তাঁর মায়ের বাড়ীতে। ৯৬ বছরের বৃদ্ধা মা বর্গকে কাছে পেয়ে অভিযোগ করতে থাকেন টাকার দরকার না থাকলে কেউ তাঁর কাছে আসে না ইত্যাদি। তিনি আইজ্যাকের বাবার একটা ঘড়ি বার করেন যার কাঁটা নেই। প্রপৌত্রকে উপহার দেবেন এই ঘড়ি। বর্গ পালান ম্যারিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে। গাড়ীতে সারা তখন চিন্তিত তার দুই যুযুধান প্রেমিককে নিয়ে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্কটাকে হাতাহাতির পর্যায় নিয়ে গেছে। বৃষ্টি আসে। আইজ্যাক আবার ডুবে যান তাঁর সবচেয়ে জটিল এবং দীর্ঘ স্বপ্নে। আবার সেই স্ট্রবেরী গাছের তলায় আইজ্যাক আর সারা। সারা জানায় যে সে সীগফ্রিডকে বিয়ে করেছে। সে আরও অভিযোগ করে যে আইজ্যাক এমেরিটাস অধ্যাপক হলেও আসলে একটি আকাট। সীগফ্রিড ও সারার ছোট ছেলে কেঁদে ওঠে। ওরা ঘরে ঢুকে যায়। ওদের আর দেখা যায় না। কিন্তু বর্গ দেখেন তাঁকে সারা, ভিক্টর আর অ্যান্ডার্স -এর সামনে ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষক আলমান। অণুবীক্ষণে চোখ রেখে বর্গ শুধু নিজের চোখের বিবর্ধিত ছবি দেখতে পান। সব পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হন। এমনকী যাকে মৃত বলে চিহ্নিত করেন সেও চোখ মটকে হেসে ওঠে। আসলে সে বেরিট আলমান, আলমানের স্ত্রী। আলমান তাঁকে নিয়ে যায় বনের ভিতর একটা উন্মুক্ত জায়গায়। সেখানে উপস্থিত হয় কারিন — আইজ্যাকের স্ত্রী। পুনরাবৃত্তি হয় আইজ্যাকের জীবনের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতার। ব্যভিচারী কারিন তার প্রেমিককে ডেকে বলে আইজ্যাক একটি হৃদয়হীন, হিমশীতল উদাসীন ব্যক্তি। সবাই উধাও হয়ে গেলে

আইজ্যাক আলমানের কাছে জানতে চান পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার শাস্তি কী? আলমান বলে, সাধারণত যা হয়, নিঃসঙ্গতা। জেগে উঠে আইজ্যাক ম্যারিয়েনকে বলেন তাঁর স্বপ্নের কথা। ধীরে ধীরে সন্তানসম্ভবা ম্যারিয়েন আইজ্যাককে জানায় ইভাল্ডের সাথে তার দূরত্বের কারণ। ইভাল্ড চায় না তার সন্তান পৃথিবীতে আসুক। কারণ তার নিজের অসুখী শৈশব। তার কথায় I was an unwelcome child in a marriage which was a nice imitation of hell. Is the old man really sure I am his son ? ম্যারিয়ান আইজ্যাক আর ইভাল্ডের চরিত্রের মিল খুঁজে পায়। সে ইভাল্ডকে নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচাতে চায় আর সেই জন্যই চায় তার সন্তানকে জন্ম দিতে। আইজ্যাক মারিয়েন সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতা ত্যাগ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। জুবিলী অধ্যাপকের পদে তাঁকে বরণ করার অনুষ্ঠানে অংশ নেন আইজ্যাক। এই দীর্ঘ এবং জটিল যাত্রার শেষে এই অনুষ্ঠানের দর্শক ইভাল্ড, ম্যারিয়েন আর আইজ্যাকের পরিচারিকা। রাত্রে ইভাল্ড জানায় যে সে আর ম্যারিয়েন আবার একসাথে থাকবে। ম্যারিয়েন জানায় আইজ্যাককে তার ভাল লাগে। সবাই চলে গেলে বর্গ তাঁর শেষ স্বপ্নটি দেখেন। আবার সেই স্ট্রবেরী গাছ। সারা এবং ভাইবোনেরা। অনেক উষ্ণ এই দৃশ্য। সারা তাকে দেখায় তার বাবা এবং মাকে — যাদের সে হারিয়ে ফেলেছিল। জলের ধারে বসে আছে দুজনে — উজ্জ্বল, আলোকস্নাত। আইজ্যাক ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরেন। ছবি শেষ হয়। মনে পড়ে বার্গম্যানের স্বীকারোক্তি যে Wild Strawberries করার পরই তাঁর নিজেরও মুক্তি ঘটে। 'My father and mother were transformed into human being of normal proportion, and the infantile, bitter hatred was dissolved and dissappeared'।[13] মৃত্যুর মুখোমুখি এসে আইজ্যাক বর্গও তাঁর সব অপচেতনার হাত থেকে মুক্তি পান।

৭

এরপর ১৯৬০ সালে বার্গম্যান তৈরী করেন তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত ছবি — Virgin Spring। এখানে বার্গম্যান আবার ফিরে গেছেন মধ্যযুগের সুইডেনে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি লোকগাথার উপর ভিত্তি করে তৈরী এই অনবদ্য চলচ্চিত্র। লোকগাথাটি "The Daughter of Töre in Vänge" বার্গম্যান ছাত্রাবস্থায় প্রথম পড়েছিলেন। প্রথমে এটা নিয়ে তিনি একটা নাটক লেখার চেষ্টা করেন। তারপর একটি ব্যালে। কোনটাই পছন্দ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এটাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার কথা ভাবেন। কিন্তু চিত্রনাট্যের দায়িত্ব দেন উল্লা ইসাকসনকে। ইসাকসন আগের আর

একটি ছবিতেও বার্গম্যানের সহযোগী ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল তিনিও ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে এসেছেন এবং মধ্যযুগের সুইডেনের Witchcraft নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন যা বার্গম্যানের ভালো লেগেছিল। যদিও সমস্ত ছবি জুড়ে বার্গম্যানের উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট তবু এটা বলাই যায় যে দুজনের মিলিত প্রচেষ্টা ছবিটিকে সমৃদ্ধই করেছে, দুর্বল করেনি। ছবিটিতে সরল লোকগাথার গল্পটির প্রধান চরিত্র ট্যরে, তার স্ত্রী ম্যারিয়েটা এবং তাদের কন্যা কারিনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে ইনগেরির চরিত্রটি। ইনগেরি ম্যারিয়েটার সৎ কন্যা। অবৈধ সম্পর্কের জেরে (সম্ভবত আর একটি ধর্ষণের জেরে) সে এখন গর্ভবতী। পরিবারে তার অবস্থান খুবই নিম্নস্তরে এবং ট্যরের আদরের কন্যা কারিনকে সে ঘৃণা করে। ঈর্ষা করে। মনে মনে চায় সেও ধর্ষিত হোক। প্রাচীন লোকগাথার ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্বে অপাপবিদ্ধ তরুণীর ধর্ষিত হওয়ার, অপরাধীদের ট্যরের হাতে শাস্তি পাওয়ার এবং ঈশ্বরের সমর্থনের চিহ্ন হিসাবে যাদু ঝর্ণার উৎসারের সরল গল্পটিকে বার্গম্যান প্রতিষ্ঠিত করেছেন মধ্যযুগের এক অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের প্রধান ট্যরে, তার স্ত্রী ম্যারিয়েটা এবং দুই সৎ কন্যা ইনগেরি ও কারিনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের উপর। ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বের, অপরাধ ও শাস্তির, অন্ধ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের উপর। ছবির শুরু হয় ইনগেরিকে দিয়ে। সে ট্যরের বাড়ীর রান্নাঘরের থামের গায়ে পেট চেপে দাঁড়িয়ে প্রাচীন (প্রাক্ খ্রীষ্টান) দেবতা ওডিনের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। ইনগেরির চরিত্রটা একই সঙ্গে রূপকথার সাধারণ evil চরিত্র (সৎ মা, সৎ বোন), যে যাদুমন্ত্রের বলে নিষ্পাপের ক্ষতি করে, তার আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তার পাশাপাশি তার প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক অন্যায় আর দুই মেয়ের মধ্যে অসমান অবস্থানের দ্বন্দ্বকেও তুলে ধরা হয়েছে। আদরের দুলালী কারিনকে সে ঘৃণা করে। সে জানে কারিন আজ যাবে দূরের চার্চে কুমারী উৎসবে যোগ দিতে। সে কারিনের জন্য তৈরী রুটিতে ঢুকিয়ে দেয় একটি ব্যাঙ। মনে মনে সে কারিনের সর্বনাশ কামনা করে। কারিনকে দেখা যায় তার ঘরে আগের দিনের নাচের আসরের সুখস্মৃতি মন্থনে নিমগ্ন। সেখানে তার নাচের সঙ্গীদের মধ্যে হয়তো সেই ব্যক্তিও ছিল যে ইনগেরির অবৈধ সন্তানের জনক। অত্যন্ত দামী পোশাকে সজ্জিত, গর্বিত কিন্তু অপাপবিদ্ধ কারিন ঘোড়ায় চড়ে চলে চার্চের উদ্দেশে। সঙ্গে যায় ইনগেরি তার জীর্ণ পোশাকে এক বৃদ্ধ ঘোড়ায় চড়ে। ক্যামেরা রৌদ্রস্নাত উজ্জ্বল আকাশ, বনভূমি এবং কারিনকে নিয়ে এক কাব্যিক পরিবেশ রচনা করে। বনের ধারে কারিনকে ছেড়ে ইনগেরি ঢোকে এক বৃদ্ধ সেতু পাহারাদারের ঘরে। যোগ দেয় আদিম আচার অনুষ্ঠানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালায়। দূর থেকে লক্ষ্য রাখে চার্চগামী কারিনের উপর। কারিনের সাথে দেখা হয় তিন মেষপালকের। তাদের দুইজন তরুণ

আর একজন নেহাৎই সাত আট বছরের বালক। তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং তরুণদের একজনের জিভ নেই তাই কথা বলতে পারে না। খাবারের আশায় তারা কারিনের সাথে কথা বলে। কারিন তাদের নিয়ে একটা বনভোজনের আয়োজন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে রুটির ভিতর রাখা ব্যাঙ। বদলে যায় মেষপালকদের মুখভঙ্গী — হয়তো ওডিন পূর্ণকরে ইনগেরির প্রার্থনা—হয়তো লুঠ করার এবং ধর্ষণ করার ইচ্ছা ঐ লুম্পেনদের শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ — দুই মেষপালক ঝাঁপিয়ে পড়ে কারিনের উপর — তাকে ধর্ষণ করে এবং মাথায় আঘাত করে হত্যা করে তাকে। সব কিছুর অস্থির দর্শক তাদের বালক ভাই। ধর্ষণের এবং হত্যার দৃশ্যটি এত অসাধারণ নৈপুণ্যে তোলা যে দর্শক মাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক হবে, শুধু ধর্ষণকারীদের উপর নয়, ধর্ষণকার্যের উপরও। ধর্ষণকারী মেষপালকদের যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তাতে একই সঙ্গে তাদের evil-এর সংঘটক এবং শিকার বলে মনে হবে। ইসাকসনের মতে, 'The three criminals are not totally evil, on the whole we emphasize that spectators have pity for all people in the film'।[14] ইনগেরি প্রথমে পাথর তুলে নেয় হাতে কারিনকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধা দেয় না — লুকিয়ে দেখে পুরো ঘটনাটা, তারপর ছুট লাগায় বাড়ীর দিকে। বাড়ী ফিরে অবশ্য সে কাউকে কিছু জানায় না। নিজেকে লুকিয়ে রাখে অপরাধ বোধে। এখানেই ছবির প্রথম অংশ শেষ হয়। অপরাধ সংঘটিত হয়েছে — এবার শাস্তির পালা।

সন্ধ্যাবেলা সেই রাখালের দল ঘুরতে ঘুরতে ট্যরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ট্যরকে তারা জানায় উত্তরে তাদের বাসস্থানের কাছে ফসল হয়নি অনাবৃষ্টির জন্য, মাঠে ঘাসও নেই, তাই তারা নেমে এসেছে দক্ষিণে। তাদের থাকার কোন জায়গা নেই। নেই কোনও সম্বলও। ট্যরের কাছে তারা এক রাতের আশ্রয় চায়। ট্যরে তাদের থাকতে দেয় এবং রাতে পরিবারের সাথে খাবার জন্য বলে। সেই খাবার টেবিলে ট্যরে যখন প্রার্থনা করছে, ক্যামেরায় সেই দৃশ্য যেন খ্রীষ্টের শেষ ভোজের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কাছেই বসে আছে বালক রাখাল। সে সহজেই চিনে ফেলে যে একই প্রার্থনা সেইদিন সে করতে দেখেছে কারিনকে। সে বুঝতে পারে যে কারিনের বাড়ীতেই তারা আতিথ্য গ্রহণ করেছে। ভয়ে তার বমি হতে থাকে। ধর্ষণকারী দুই ভাইয়ের দৃষ্টির সামনে তার মানসিক ভীতি এবং অপরাধবোধ প্রকাশ পায় শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে। ঐ খাবার ঘরেই ওদের শোবার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাতে দুই ধর্ষণকারী আরও কিছু লাভের আশায় কারিনের দামী পোশাক বিক্রীর জন্য ম্যারিয়েটাকে দেখায়। ম্যারিয়েটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে কী হয়েছে। নিঃশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে ট্যরের কাছে যায়। এবং কারিনের জামা দেখায়। কারিনকে যে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে

তারা দুজনেই নিঃসন্দেহ। এরপরের কিছু অংশের চিত্রায়ণ এক কথায় অনবদ্য। ট্যরে প্রস্তুত হয় শাস্তি দিতে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তার আগে সে আত্মশুদ্ধি করে নেয় ফুটন্ত জলের বাষ্পে স্নান করে আর বার্চ গাছের ডাল দিয়ে নিজেকে চাবুক মেরে। নির্মোহ ভাবে অন্যায়ের শাস্তি বিধান এবং তার স্বপক্ষে ঈশ্বরের অনুমতিই বোধ হয় এই আচারের লক্ষ্য। অবশেষে দুজনে প্রবেশ করে সেই ঘরে যেখানে ঘুমাচ্ছে দুই ধর্ষণকারী এবং তাদের ভাই। মারিয়েটা সাবধানে দরজা বন্ধ করে। জবাই করার ছুরি টেবিলে পুঁতে ট্যরে বসে বিচারকের আসনে। তার সামনে তখন বিচার এবং প্রতিশোধ সমার্থক হয়ে গেছে। ধর্ষণের ঘটনাকে যে রকম স্থির ক্যামেরার নৈর্ব্যক্তিক চোখে তোলা হয়েছিল তেমনই স্থির নিশ্চল ভাবে ক্যামেরা ধরে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি detail-কে ট্যরে একে একে টেনে তোলে দুই ধর্ষণকারীকে। ছুরি প্রবেশ করে তাদের দেহে। বালকটি জেগে উঠে অসহায় ভীতিতে দৌড়ে যায় মারিয়েটার কাছে। হন্তারকের হাত থেকে রক্ষা করার আবেদন নিয়ে। ম্যারিয়েটা ক্ষীণ চেষ্টা করে ট্যরেকে বাধা দেওয়ার, নিরপরাধ বালকটিকে রক্ষা করার। কিন্তু ট্যরে তখন আদিম প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মাদ। ছিনিয়ে নেয় সে বালকটিকে আর আছাড় মেরে কেড়ে নেয় তার প্রাণ। ধর্ষণের evil-এর সমান্তরাল ভাবেই রাখা হয়েছে প্রতিশোধের বীভৎস উন্মত্ততাকে। অনেকেরই মনে পড়বে Crime and Punishmentএর রাসকল নিকল্‌ভ্‌কে। অন্যায়ের শাস্তি দিতে গিয়ে সেও হত্যা করে এক নিরপরাধকে, জড়িয়ে পড়ে এক সমাধানহীন সমস্যায়। পুরো পরিবার এরপর চলে কারিনের দেহের খোঁজে। সঙ্গে যায় ইনগেরিও। ম্যারিয়েটা স্বীকার করে ট্যরে এবং কারিনের ভালবাসা সম্পর্কে তার ঈর্ষার কথা। কারিনের মৃতদেহর কাছে পৌছিয়ে ট্যরে কিন্তু আবার ক্রোধে উন্মাদ হয় না। বদলে তার মনে জেগে ওঠে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ এবং নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের সম্পর্কে সন্দেহ। সে বলে, 'You see it God, you see it! The death of the innocent child and my vengeance. You permitted it, I don't understand you. I don't understand you. Still I ask you now for forgiveness. I know no other way to be reconciled with my own hands. I know no other way to live'. আর একটু এগোলেই হয়তো ট্যরে বলে ফেলত 'The only excuse for God is that he doesn't exist', কিন্তু আদিম বিশ্বাস থেকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে সদ্য প্রবেশ করা ট্যরের মত মধ্যযুগের ভুস্বামীর পক্ষে সেটা অসম্ভব। তাছাড়া তাকে তার পাশবিকতার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। তাই সে সমাধান খোঁজে অনুশোচনায় এবং প্রতিজ্ঞা করে নিজের হাতে limestoneএর চার্চ তৈরী করে দেবে ঐ ধর্ষণ স্থলে। ঈশ্বরের পক্ষেও নীরব থাকা অসম্ভব কারণ সেক্ষেত্রে ভেঙ্গে

পড়বে বিশ্বাসের ইমারত। তাই দরকার miracle-এর। এবং এটাই ঘটে। মেদিনী ভেদ করে উৎসারিত হয় কুমারী ঝর্না — নীরব ঈশ্বরের ইঙ্গিত বহন করে। ইনগেরিকে দেখা যায় সেই ঝর্নার জলে নিজের পাপস্খালন করছে। এ বিষয়ে বার্গম্যান নিজেও বলেছেন, 'I didnot see how it was possible to allow the picture to end without the spring, for if the father had merely gone home, and there had been great silence, there would have been no release for the feelings of the people of the story nor for those of the audience'. [15]

৮

যাঁরা Virgin Springএর উৎসারকে বার্গম্যানের ঈশ্বর বিশ্বাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং খুশী হয়েছিলেন তাঁরা তাঁর পরবর্তী তিনটি ছবি অর্থাৎ Through a Glass Darkly (১৯৬১), Winter Light (১৯৬৩) এবং Silence দেখে খুবই হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রতি আস্থার কোন চিহ্ন এদের মধ্যে ছিল না। এই তিনটি ছবি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে এই তিনটি ছবিরই প্রধান চরিত্রগুলি উষ্ণ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ এবং তার অভাবে মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে অথবা হারিয়েছে। এই সমস্যার সাথে গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছে তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস। Through a Glass Darkly ছবিতে বিবাহিত কারিন এবং তার স্বামী মার্টিন, কারিনের ছোটভাই মিনাস যে সবে বয়ঃসন্ধিতে পড়েছে এবং তাদের বাবা, লেখক ডেভিডের সাথে ছুটি কাটাতে আসে এক নির্জন দ্বীপে। কারিন আগেও স্কিসোফ্রেনিয়ার শিকার হয়েছিল। দ্বীপে এসে সে আবার ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তার মা খুব অল্প বয়সে মারা যায়। লেখক বাবা তাদের দুই ভাইবোনের সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তার স্বামী মার্টিন হয়তো তাকে ভালবাসে কিন্তু তাকে সত্যি সত্যি কোন সাহায্য করতে পারে না। কারণ কারিন তার সম্পর্কে উদাসীন। এই সবই কারিনের ভারসাম্য হারানোর কারণ। তার প্রকাশ হয় দ্বীপে, তাদের বাড়ির একটি বিশেষ ঘরে কারিনের সাথে ঈশ্বরের সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে। শেষ পর্যন্ত সেখানে ঈশ্বর তাকে দেখা দেয় বিশাল এক মাকড়সার রূপে। ইতিমধ্যে মানসিক চিকিৎসালয়ে খবর গেছে। তারা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছে কারিনকে নিয়ে যাবার জন্য। সেই হেলিকপ্টারের সাথেও মিল আছে মাকড়সার। এই অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে ডেভিড তার ছেলেকে বোঝায় God is love, love is God। ছেলে খুশী হয়ে যায় — ঈশ্বরের সংজ্ঞা পেয়ে নয় — বাবা তার সাথে কথা বলেছে, তার সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছে বলে।

সামাজিক প্রয়োজনে এবং মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ ঈশ্বরের নানা ছবি তৈরী করে। প্রেমহীন যৌন বা পারিবারিক সম্পর্ক হয়তো শুধুমাত্র নিপীড়নের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় যার চেহারা হিংস্র মাকড়সার রূপ নেয় ভারসাম্যহীন মনে। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এই ছবি হতাশ করেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তার চেয়েও হতাশ করেছে পরের দুটি ছবি। পরবর্তী ছবি Winter Light (১৯৬৩) বাণিজ্যিক ভাবেও সম্পূর্ণ অসফল। বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা Sight and Sound এই ছবির review করতে গিয়ে বলেছিল 'Bergman has little to say'। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন পাদ্রী। যিনি বহুদিন ধরে তাঁর চার্চের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন — কিন্তু ভিতরে ভিতরে জমা হয়েছে প্রবল সংশয়। বিশ্বাসের প্রদীপ নিভে আসছে। বেশ কিছুদিন হল তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন যার উপর তিনি অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর মধ্যে এসেছে এই পরিবর্তন। তাঁর সব গতানুগতিক কাজ — ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পীড়িতকে প্রবোধ দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুতেই তিনি অমনযোগী, উদাসীন। ছবির শুরুতেই বিশপ টমাস এরিকসন প্রার্থনা করেছেন, '... Thy will be done on earth as it is in heaven ...' এবং তার পরেই ক্যামেরা দেখায় হিম তুষারাবৃত পৃথিবীকে। সারা ছবিটাই শীতের ধূসর আধো অন্ধকারে তোলা। এরিকসনের এক প্রেমিকা আছে যে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা। এরিকসন তার সম্পর্কেও উদাসীন। প্রেমিকার ধারণা এরিকসন হৃদয়হীন, ভালবাসতে অক্ষম। সে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কারণ তার হাতে ও পায়ে ঘা হয়েছিল। মানসিক অবসাদগ্রস্ত এক জেলেকে নিয়ে তার স্ত্রী আসে এরিকসনের কাছে। তার মানসিক অবসাদ দূর করে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু এরিকসন তাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হন কারণ তিনি নিজেই বিশ্বাস হারিয়েছেন। এরিকসন তাকে বলেই দেন 'If God does not exist, what does it matter'। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার আতঙ্কে ভুগছিল ঐ জেলে। ঈশ্বরের নামে তাকে প্রবোধ দিলে হয়তো কাজ দিত তার বদলে পাদ্রী নিজেই জানান তাঁর অবিশ্বাসের কথা। আত্মহত্যা করে ঐ জেলে। খবর পেয়ে পাদ্রী যান তার স্ত্রীকে খবর দিতে। সেখানেও ব্যর্থ হন জেলের স্ত্রীকে কোনও সান্ত্বনা দিতে। মহিলা বলে তাহলে আমি এখন একা? এরিকসন জিজ্ঞাসা করেন 'আমরা কী প্রার্থনা করব?' মহিলা বলে 'না'। শেষ পর্যন্ত নিজের সংশয়ের কথা এরিকসন জানান চার্চের এক প্রতিবন্ধী সেক্সটনকে। সে বলে, খ্রীষ্টেরও ঐ দশা হয়েছিল। মনে নেই ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন 'পিতা আমায় ছেড়ে চলে গেলেন কেন?' শেষ পর্যন্ত কিন্তু পাদ্রী তাঁর সংশয়ের কথা চেপে রেখে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, সেক্সটনও জ্বালিয়ে দেয় সব আলো। তাঁর প্রেমিকা এবং অন্য দুজনের উপস্থিতিতে তিনি শুরু

করেন তাঁর সার্ভিস 'Holy, holy, holy, the earth is filled with the glory of God'। তাঁর উপর আরোপিত সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হন এরিকসন। কিন্তু আলো জ্বলে ওঠে। আরোপিত বিশ্বাসের কাছে যান্ত্রিক আত্মসমর্পণেই শেষ হয় Winter Light। এই trilogy-র তৃতীয় ছবি The Silence এ ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে আরও দূরে সরে গেছে চরিত্ররা। এই ছবি এষ্টার আর অ্যানা দুই বোনের গল্প। তারা অ্যানার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে টিমোকা নামক এক অনির্দিষ্টি, অপরিচিত দেশের মধ্যে দিয়ে ট্রেনে চলেছে। কিন্তু এষ্টার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের থামতে হয়। সেই অপরিচিত দেশের ভাষা তাদের জানা নেই — ফলে চারপাশের সাথে যোগাযোগ শুধু ইঙ্গিতের মাধ্যমে। যদিও অচিরেই এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে দুই বোনের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ আরও ক্ষীণ এবং তার কারণ ভাষা নয়। দুই জনে দুই মেরুর বাসিন্দা। তাদের বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এষ্টার অনেক বেশী চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু অ্যানা আবেগপ্রবণ এবং শারীরিক সুখে বিশ্বাসী। প্রত্যেকে তার নিজস্ব জগতে বন্দী এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগে অক্ষম। এষ্টার মদ্যপ আর অ্যানা কামাসক্ত। কিন্তু দুজন পরস্পরকে ছাড়তে চায় না। শেষ পর্যন্ত অ্যানা এষ্টারকে ছেড়ে ঐ অপরিচিত জগতে হারিয়ে যায়। এষ্টার অ্যানার ছেলেকে একটি কাগজে টিমোকার ভাষায় (যা সে কিছুটা শিখেছে) দুটি কথা লিখে দেয়। সেই নিয়ে ঐ বালক ফিরতি ট্রেনে তার বাবার কাছে ফেরে। কথা দুটি হল 'হৃদয়' আর 'হাত'। এষ্টার হয়তো চেয়েছে যে বালক এই দুটি সম্পদ ব্যবহার করে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে শিখুক এবং তার মা এবং মাসির ধ্বংসাত্মক জীবনযাপন এবং আত্মহনন থেকে নিজেকে রক্ষা করুক। এই ছবি দেখার পর স্বাভাবিক ভাবেই Theologist-দের বার্গম্যান সম্পর্কে উৎসাহ ফুরিয়ে গেছিল।

৯

এরপরেও বার্গম্যান অসংখ্য ছবি করেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অনেকগুলিই বহুভাবে পুরস্কৃত এবং সমালোচকদের মতে অনন্যতার দাবি করে। যেমন Persona (১৯৬৩), Cries and Whispers (১৯৭৩) বা Fanny and Alexander (১৯৮২) ইত্যাদি। তবে এখানে আমরা আর একটি ছবি নিয়েই আলোচনা করব। কারণ এই ছবিতেই একমাত্র অনির্দিষ্ট হলেও একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পাই। ছবিটি একটা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক শিল্পী দম্পতির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার গল্প। ১৯৬৮ সালে বার্গম্যান Shame ছবিটি করেন। জান এবং ইভা রোজেনবার্গ দুজনেই সংগীত শিল্পী। কিন্তু দেশে যুদ্ধ চলছে বলে তারা একটি দ্বীপে

এসে রয়েছে Mainland থেকে একটু দূরে। সেখানে তারা ক্ষেতখামার করে সংসার চালাচ্ছে এবং অপেক্ষা করছে এই যুদ্ধের অবসানের। তারপর তারা আবার ফিরে যাবে তাদের সংগীত জীবনে। কিন্তু যুদ্ধ থামার বদলে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। তাদের দ্বীপও তার বাইরে থাকতে পারে না। তাদের দাম্পত্য জীবনেও দেখা দেয় জটিলতা। ক্রমশ কমে আসছে তাদের পারস্পারিক উষ্ণতা। ইভা মা হতে চায়। জান তা দিতে অক্ষম। যদিও এখনও সম্পর্কটা পুরোপুরি প্রেমহীন নয়। তারা এক মৎস্যজীবীর কাছে যুদ্ধের খবর পায়। ফিলিপ নামের সেই মৎস্যজীবী জানায় অচিরেই দ্বীপেও ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ। মেয়র জ্যাকোবি এবং তার স্ত্রীর সাথে তারা একই ফেরীতে শহরে যায়। মেয়রের ছেলে রয়েছে সৈন্য দলে। শহরে তারা দেখে সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ী। একটি অ্যান্টিকের দোকানে তারা মদ কেনে। অ্যান্টিকের দোকানের মালিক — প্রাচীন নিদর্শন দিয়ে পরিবৃত হয়ে বসে আছে। তার কোন রাজনৈতিক মতামত নেই, সে কোন পক্ষে নেই খালি ভাবছে — সৈন্যদলে যোগ দেবার ডাকটাকে কীভাবে ঠেকানো যায়। শেষ পর্যন্ত যখন যুদ্ধ ইভাদের দ্বীপে এসেই পড়ে তখন ইভা আর জান বার বার গাড়ী নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু বার বারই ফিরে আসতে হয়। যাবার সব রাস্তা বন্ধ। চারদিকে মৃত্যু আর ধ্বংসলীলা। আকাশ থেকে শুরু হয় বোমাবর্ষণ। দ্বীপে সংগঠিত হয় প্রতিরোধবাহিনী। সেই মৎস্যজীবী ফিলিপ আর জ্যাকোবি রয়েছে প্রতিরোধ বাহিনীতে। একটা আক্রমণের পর হঠাৎই ইভা আর জানকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিরোধবাহিনীর দপ্তরে শত্রুপক্ষের সহযোগী এই অভিযোগে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর জ্যাকোবির অনুরোধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের। ধ্বংসস্তূপের ভিতর ইভা খুঁজে পায় এক মৃত শিশুর দেহ। এই শিশুটি তারও হতে পারত। আবার তারা ফিরে আসে তাদের বাড়িতে। পালাবার সব পথ বন্ধ হওয়ায় নিজের বাড়িই এখন বন্দীশালা। জ্যাকোবির সাথে ইভার সম্পর্ক নিয়ে দুজনের তুমুল ঝগড়া হয়। জ্যাকোবি আসে তাদের বাড়িতে, জ্যাকোবি জানকে তার অনেক জমানো টাকা দেয়। ইভার সাথে জ্যাকোবির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইভাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয় একটি অল্প বয়সী আহত পলাতক সৈন্য। ইভা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু জান তাকে হত্যা করে তার বুটজোড়ার জন্য। ফিলিপের নেতৃত্বে একদল লোক ইভাদের বাড়িতে এসে জ্যাকোবিকে অ্যারেষ্ট করে। ফিলিপ জানকে বলে জ্যাকোবিকে হত্যা করতে কারণ সে শত্রুপক্ষের সহযোগী। জান হত্যা করে জ্যাকোবিকে। কিন্তু জ্যাকোবির টাকার খোঁজ পায় না ফিলিপ। সে উড়িয়ে দেয় জান আর ইভার বাড়ি। জান ইভাকে বোঝায় সে টাকা দিলেও জ্যাকোবিকে ওরা মারতই। তাই সে নিজেই তাকে হত্যা করেছে। অবশেষে সবাই জড়ো হয় ফেরী ঘাটে। একটি মটর বোটে করে দ্বীপ ছেড়ে

পালানোর চেষ্টা করে। ফিলিপকে দেখা যায় সে নৌকার মাঝি হিসেবে। জান আর ইভা ফিলিপকে টাকা দিয়ে বোটে ওঠে। জ্যাকোবির টাকা। বোট চলে কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রে অনির্দিষ্ট দিকে। এক সময় নৌকা আটকে যায়। যুদ্ধের মৃতদের শবদেহ জলে ভেসে ভেসে একজায়গায় জড়ো হয়েছিল। তারা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নৌকাটাকে। স্রোতহীন জলে কচুরি পানার ভিতর যেমন আটকে যায় নৌকা। পালানোর উপায় নেই। ফিলিপ নিঃশব্দে আত্মহত্যা করে। জান দেখে সেই আত্মহত্যা তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। দিশাহীন যাত্রার কাছে আত্মসমর্পণ করে। নৈরাশ্যের মধ্যে শেষ হলেও কোনও সন্দেহ নেই যে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ বিরোধী ছবিগুলোর অন্যতম 'Shame'। যুদ্ধটা এখানে অনির্দিষ্ট, তার ন্যায়-অন্যায়, যুযুধান দুপক্ষের চরিত্র সবই অস্পষ্ট। সাঁজোয়া বাহিনী, পারস্পরিক হিংস্রতা, দূর থেকে ধ্বংসলীলা এবং মৃত মানুষের সারি — সব যুদ্ধের এই সাধারণ চরিত্র দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিত। এই সাধারণীকরণ হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে War and Peace, The Debacle বা And Quiet Flows the Don সব উপন্যাসেই শেষ পর্যন্ত যুযুধান মানুষের সার্বিক পতনকেই দেখানো হয়েছে। সে যুদ্ধ অন্যায় আগ্রাসনের জন্যই হোক বা ন্যায় সংগত আত্মরক্ষার জন্যই হোক।

১০

তাঁর ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বার্গম্যান এক জায়গায় বলেছেন 'People ask what are my intentions with my films — my aims. It is a difficult and dangerous question, and I usually give an evasive answer; I try to tell the truth about the human condition, the truth as I see it. This answer seems to satisfy everyone, but it is not quite correct'.।[16] সত্যিকার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি ক্যাথিড্রালের পুনর্নির্মাণের চিত্রকল্পটি তুলে ধরেছেন। বজ্রপাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এই ক্যাথিড্রাল। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে হাজার হাজার মানুষ পিঁপড়ের সারির মত মিছিল করে এসে হাত লাগায় এর পুনর্নির্মাণে। তাদের নাম কোথাও লেখা থাকে না। তারা কেউ ব্যক্তিগত master piece তৈরী করতে সেখানে আসেনি। সবাই মিলে তাদের ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এক বৃহৎ সৌধ যা ভেঙ্গে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে তাদের মত করে তিনিও অংশ নিতে চান এই সৌধ নির্মাণে। 'I want to make a dragon's head, an angel, a devil or perhaps a saint out of stone. It does not matter which ... Regardless of whether I believe or not, whether I am a christian or not, I would play my part in the collective building of the cathedral'।

মারা গেছেন ইঙ্গমার বার্গম্যান কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এবং সভ্যতার সৌধে তাঁর সৃষ্ট ঐ সব ড্রাগন, শয়তান বা সেন্টের মুর্তি, তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্রকথা, নিশ্চিত ভাবেই স্থায়ী আসন করে নিয়েছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

উৎস নির্দেশ :

1. ব্রায়াণ ব্যাক্স্টারএর 'A colossus of the art film' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।
   দি গার্ডিয়ান পত্রিকা থেকে হিন্দুস্থান টাইমস্ (31/7/07)এ পুনঃপ্রকাশিত
2. ইঙ্গমার বার্গম্যান : Bergman discusses film making, Page (xxi) : Four Screen Plays of Ingmar Bergman : Simon and Schuster N.Y. 1966
3. বার্গম্যানের আত্মজীবনী 'Magic Lantern' থেকে উদ্ধৃত : Images–My life in film : Ingmar Bergman, Page-231. Faber and Faber, 1995
4. বির্জিটা ষ্টিনএর 'A biographical note-এ উদ্ধৃত।
   Ingmar Bergman–Essays in Criticism : ed, Stuwart M Kaminsky, OUP, 1975, Page-4.
5. ঐ : Page 6.
6. ইঙ্গমার বার্গম্যান : Images–My life in film, Page 122.
7. বেঙ জ্যানসন : স্টিনএর 'A biographical noteএ উদ্ধৃত।
   Ingmar Bergman–Essays in Criticism, – Page 5.
8. স্টিন-এর ঐ প্রবন্ধে উদ্ধৃত, Page 6.
9. Carl Andres Dymling-এর ভূমিকা : Four Screen Plays of Ingmar Bergman, Page- (ix).
10. ইঙ্গমার বার্গম্যান : Images – My life in film, Page 121
11. জন ডোনার 'The Seventh Seal–A director's view'
    Ingmar Bergman–Essays in Criticism, Page-148.
12. ইঙ্গমার বার্গম্যান : Images – My life in film, Page-235.
13. ঐ, Page 22.
14. স্টিন— 'The Virgin Spring' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।
    Ingmar Bergman–Essays in Criticism, Page-219.
15. ঐ, Page 221.
16. ইঙ্গমার বার্গম্যান : Bergman discusses film making, Page (xxii), Four Screen Plays of Ingmar Bergman : N.Y. 1966